দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 NOV 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিবিরের সন্ত্রাস ।। চট্টগ্রাম ভার্সিটি আবার বন্ধ হওয়ার আশংকা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১লা নভেম্বর।– সন্ত্রাসের চারণভূমি হিসেবে খ্যাত চট্টগ্রাম বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইসলামী ছাত্র শিবির প্রশাসনিকসহ সকল শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। তারা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ফটকেও তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে যেকোন সময় সশস্ত্র সংঘর্ষের আশংকা দেখা দিয়েছে। আগামী ৩রা নভেম্বর জেলহত্যা দিবস পালন উপলক্ষে ছাত্রলীগ (শা–অ) ক্যাম্পাসে বিস্তারিত কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। শিবির এই কর্মসূচী বানচাল করার জন্য কাল শনিবার থেকে 'তালা মারা' কর্মসূচী পালনের ঘোষণা দিয়েছে। এই কর্মসূচী অনুযায়ী তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ফটক ও হলে তাদের সশস্ত্র ক্যাডার 'সিরাজুস সালেহীন' বাহিনীর প্রহরা বসিয়েছে।

অপরদিকে ছাত্রলীগ ঘোষণা করেছে যে, তারা যেকোন মূল্যে জেলহত্যা দিবসের কর্মসূচী পালন করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বলছে, পরিস্থিতি এখন বিস্ফোরণোন্মুখ। শিবির ক্যাম্পাসে শহীদ দিবস, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি কোন কিছুই উদযাপন করতে দেয় না। তাদের 'তালা মারা' কর্মসূচীর কারণে গত ১০ মাসে আনুমানিক ৪০ দিন ক্লাস হতে পারেনি। বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষাও হতে পারছে না। তাদের মতে, সন্ত্রাস নিরসনে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়

শিবিরঃ পৃঃ ৮ কঃ ৩

শিবির ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ

(১ম পাতার পর)

পুনরায় বন্ধ করে দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে।

চাকসু

চাকসু নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করার ষড়যন্ত্রে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

চাকসু'র পক্ষ থেকে অবিলম্বে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতা দমন করে শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানানো হয়েছে। তারা ২২শে ডিসেম্বরের সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত ও ফারুক হত্যার আসামীদের গ্রেফ-তারেরও দাবী করেছে।

শিক্ষক সমিতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে যে, সন্ত্রাসের ফলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই সমস্যার নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্যকর উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

সমিতির সভাপতি ডঃ হামিদা বানু ও সাধারণ সম্পাদক ডক্টর ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী আজ এক বিবৃতিতে বলেন, লক্ষ্য করা গেছে যে, উপাচার্যকে পদত্যাগের জন্য সম্প্রতি আরও চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এইভাবে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর দাবীকে রাজনৈতিকভাবে প্রশ্রয় দিয়ে নির্বাচিত উপাচার্যকে পদত্যাগের চাপ যদি অব্যাহত রাখা হয়, তাহলে এটাই প্রমাণিত হবে সরকার নিজেই সন্ত্রাসকে লালন করছে। বিবৃতিতে সন্ত্রাস উচ্ছেদে সরকারের কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের দাবী করা হয়।